ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

<u>স-২৫৬</u>
আগরতলা, ২০ এপ্রিল, ২০২৫

<u>সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাট এবং নববর্ষ উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী</u>
রাজ্য সরকার প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি রক্ষায় বদ্ধপরিকর

সংস্কৃতি আমাদের পরিচয় বহন করে। ঐক্যবদ্ধতার পথ দেখায়। আজ পুরাতন আগরতলাস্থিত পশ্চিম নোয়াবাদি সেন পাড়ায় বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের উদ্যোগে সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাট এবং নববর্ষ উৎসব ১৪৩২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে নিজের সত্ত্বাকে খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমানে মোবাইল সংস্কৃতির যুগে নিজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরিচয় ধরে রাখতে হলে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা করা প্রয়োজন। ত্রিপুরায় জাতি-জনজাতির এক মিশ্র সংস্কৃতির চিত্র লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান রাজ্য সরকার প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি রক্ষায় বদ্ধপরিকর। রাজ্য সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহায়তায় হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে বলেন, এরকম অনুষ্ঠান আগামী প্রজন্মের কাছে অনুকরণীয়।

অনুষ্ঠানে বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের সভাপতি সেবক ভট্টাচার্য স্বাগত ভাষণে বলেন, ২০২৩ সালের ১০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার অনুপ্রেরণায় এই উৎসবের সূচনা হয়। আজ এই উৎসবের ৭২তম সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাট। এই সংস্কৃতি হাটের মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরার প্রয়াস জারি থাকবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শানিত দেবরায়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিশ্বজিৎ শীল, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা রাণী দাস, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে, বাংলা সংস্কৃতি বলয় আগরতলা সংসদের সভাপতি নির্মল কুমার দেব প্রমুখ।

******